বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 16, Issue 02, 2025

কোম্পানির মুনাফার জায়গা গোখাদ্য হতে পারে না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

কৃষির উন্নতি হয়েছে সত্যি, কিন্তু একই সাথে আমরা গোখাদ্য নষ্ট করেছি। গরুর, তথা প্রাণিকূলের নিজের খাবারের পছন্দ-অপছন্দ আছে। খামারিদের অভিব্যক্তির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আমি বলতে চাই গোখাদ্য কখনও বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর মুনাফার জায়গা হতে পারে না। সেই জায়গা থেকে বিএলআরআই যে নেপিয়ার নিয়ে, ঘাসভিত্তিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ঘাস উৎপাদনের জায়গা পর্যাপ্ত নয়। তাই আমাদের যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গত ২৯/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ আয়োজিত "Strengthening Partnership for Innovation in Livestock Research and Development" শীর্ষক সেমিনার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার একথা বলেন।

এ সময় তিনি আরও বলেন, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ আলাদা নয়, বরং অবিচ্ছেদ্য। তাই কৃষকদের মতো প্রাণিসম্পদ লালন-পালনকারীদের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই প্রাণিসম্পদ খামারিদের জন্য পৃথক ব্যাংক তৈরির বিষয়ে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি খামারিদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেও মন্ত্রণালয় কাজ করছে। দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব। খামারিরা যেভাবে ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদন করছে, তবেই আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে। কৃষি কাজ বা প্রাণিসম্পদ পালনকে মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে নিতে হবে।

এসময় তিনি বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের ভালো বিজ্ঞানী আছে, ভালো কর্মকর্তা আছে। বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আলাদা ভাবা যাবে না, এক ভাবতে হবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ও চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "Feed Based Training for Livestock Services Extension Staff, Co-Operatives and Individual Farmers" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান এবং "Strengthening Partnership for Innovation in Livestock Research and Development" শীর্ষক সেমিনার গত ২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. তারিখে বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এছাড়াও, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ক্যামেরন ক্লার্ক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

সকাল ১০.০০ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যের পরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ক্যামেরন ক্লার্ক। তিনি তার প্রবন্ধে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ক জোরদারকরণ এবং যৌথ কর্মকাণ্ড গ্রহণের সফলতা ও

সম্ভাবনা এবং স্থানীয় সম্পদ ও জাতসমূহ ব্যবহার করে স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এসময় তিনি অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ পালনের সাদৃশ্যতা ও সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এর সাউথ এশিয়ান রিজিয়নের রিজিওনাল ম্যানেজার ড. প্রতিভা সিং।

এর পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, খামারি ও বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। আমন্ত্রিত অতিথিগণ পর্যায়ক্রমে তাঁদের বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই এর মধ্যে চমৎকার একটি সম্পর্ক রয়েছে। প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরপরই তা হস্তান্তরের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারকরণের উপরেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএলআরআই এর অনেক সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি রয়েছে। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিএলআরআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞানীদের নিজস্ব কোন ক্ষেত্র নেই, সকল ক্ষেত্রেই তার কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে, সকল ক্ষেত্রেই অবদান রাখতে হবে।

ঘাসভিত্তিক প্রাণিখাদ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উৎপাদন কৌশল নিয়ে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদ্যমী খামারি ও উদ্যোক্তা। তাদের সাথে ছিলেন বিএলআরআই এর বিভিন্ন পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রাণিসম্পদের সমস্যা লাঘবে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, যদি কেন্দ্রগুলো নিজ নিজ এলাকায় সঠিকভাবে গবেষণার কাজ পরিচালনা করে। এ জন্য প্রাণিসম্পদের সমস্যা লাঘবে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার গত ১৪/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রে আয়োজিত 'বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিকল্পনা' শীর্ষক কর্মশালায় এ কথা বলেন। রাজশাহীর গোদাগাড়ীস্থ রাজাবাড়ীহাট দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামারের প্রশিক্ষণ ভবনে উক্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় মাননীয় উপদেষ্টা আরও বলেন, বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে কাজ করলে প্রাণিসম্পদ খাতের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি আরও বলেন, যুব উন্নয়নের অন্যতম বিষয় হতে পারে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ এবং নারী খামারিরা অন্যান্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করেও বড় উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি দেশের খাদ্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে থাকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রাণিসম্পদ বিষয়ক গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা না দিলে আমরা বিদেশ নির্ভর থাকতে বাধ্য হবো। আমরা হয়তো বিদেশী বই পড়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারব, কিন্তু বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কিংবা কৌশল সম্প্রসারণ করতে পারব না। তা শুধু তারাই দিতে পারবে। কাজেই এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিএলআরআই-এর বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা বলেন, গবাদিপশুতে লাম্পি স্কিন ডিজিস (এলএসডি) হওয়ার ফলে চামড়া শিল্পে কি কোনো প্রভাব পড়ে তা গবেষণা করে দেখতে হবে। তিনি বলেন, কৃষিসহ অন্যান্য খাতে প্রণোদনা দেওয়া হলেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে এখনও পর্যন্ত প্রণোদনা দেওয়া হয়নি। কৃষিতে ভর্তুকি মূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হলেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে খামারিদের জন্য ভর্তুকি মূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক এর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ডা. আনন্দ কুমার অধিকারী, বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মো. সাইফুদ্দিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খামারি প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পাশাপাশি এদিন সকালে মাননীয় উপদেষ্টা বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পোলট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত 'উন্নত প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও ভ্যালু এডেড পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ' শীর্ষক খামারি প্রশিক্ষণও উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিমের সংখ্যা বাড়াতে পারলে সকলের উপকার হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আমিষের যোগান আরও সহজলভ্য হবে, কারণ ডিম সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য। আমরা যদি মুরগি ও ডিমের উৎপাদন বাড়াতে পারি তাহলে দেশের আমিষের ঘাটতি পূরণ হবে। পশুপালন নিরাপদ করার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ পরিহার করতে হবে। কারণ খাদ্যের মাধ্যমে মানব শরীরে যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রবেশ করে, তা রোধ করা কঠিন। এসময় প্রশিক্ষণার্থীদের নিরাপদ ফিড উৎপাদন ও সারাদেশে ছোট ছোট খামারি গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় খামারিরা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় উপদেষ্টা বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহীর বিভিন্ন গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে মতবিনিময় সভা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ও এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সার্বিক কার্যক্রম, সমস্যা, করণীয় এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভা গত ০৮/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফরিদা আখতার। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. তোফাজ্জেল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের সম্মেলক কক্ষে (চতুর্থ তলা) মত বিনিময় সভা শুরু হয়। বিএলআরআরআই এ কর্মরত নবম ও

তদুর্ধ্ব গ্রেডের সকল বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্টেশন ইনচার্জগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এসময় তিনি বলেন, ইনস্টিটিউটের সার্বিক উন্নয়ন ও গতিশীলতা বৃদ্ধিকল্পে যে সকল বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে সকল বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা মোতাবেক ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এরপর ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মহিষ উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. গৌতম কুমার দেব বিএলআরআই এর প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, জনবল কাঠামো, সংরক্ষিত জার্মপ্লাজম, গবেষণা প্রক্রিয়া, প্রধান কেন্দ্রসহ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের চলমান গবেষণা কার্যক্রম ও কার্যক্রমের অগ্রগতি, এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য, বর্তমান সমস্যাসমূহ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বটি পরিচালনা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. তোফাজ্জেল হোসেন। এসময় তিনি উপস্থিত সদস্যদের কাছে ইনস্টিটিউটের বর্তমান চলমান গবেষণা কার্যক্রম, সাফল্য ও বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সার্বিক কার্যক্রম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চান।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ ও দপ্তর প্রধানগণ এসময় তাদের নিজ নিজ বিভাগের চলমান গবেষণা কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জগণও এসময় তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের গবেষণা কার্যক্রম, জনবল, বিদ্যমান নানা রকম সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি সভায় উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ এসময় তাদের বিদ্যমান নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও চাহিদার কথা তুলে ধরেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফরিদা আখতার বলেন, বিএলআরআই তার সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন উদ্ভাবন করে চলেছে। এখন প্রয়োজন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিএআরসি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। মাঠ পর্যায়ে বিএলআরআই-এর যে সকল গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি যে সব ইস্যু হঠাৎ করে আবির্ভূত হচ্ছে, তা গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এসময় বিএলআরআই-এর প্রচার-প্রচারণার গুরুত্ব বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিএলআরআই প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রের উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছে, তার পরিচিতি নেই। বিএলআরআই এর গবেষণালব্ধ ফলাফল বড় পরিসরে জানাতে হবে, অন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করতে হবে, পাবলিক সেমিনার করতে হবে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএলআরআই এ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপিত

"Let's Celebrate the Power of Dairy" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে গত ০১ জুন, ২০২৫ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে "বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২৫" উদযাপিত হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনের আয়োজনের মধ্যে ছিলো বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং র‍্যালির পরবর্তীতে দুগ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে বিএলআরআই কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সেমিনার। সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি যাত্রা শুরু করে। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর এর নেতৃত্বে উক্ত র‍্যালিতে অংশ নেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুকসহ ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। বর্ণিল টিশার্ট, ক্যাপ ও প্ল্যাকার্ড সম্বলিত র‍্যালিটি বিএলআরআই-এর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিশুদের জন্য দুধ ও দই বিতরণ করা হয়। উৎসব মুখর পরিবেশে ইনস্টটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তান-সন্ততিগণ উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

উপরোক্ত কর্মসূচি শেষে ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষ (৪র্থ তলায়) একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও, উক্ত সেমিনারে বিএলআরআই এর সকল বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, শাখা প্রধান, ডেইরি সেক্টরের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারগণ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ বিএলআরআই এর সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়। স্বাগত বক্তব্যের পর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের দপ্তর প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রাকিবুল হাসান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা। এ সময় আলোচনা করেন প্রফেসর ড. মো. আব্দুল মতিন, ডিপার্টমেন্ট অফ ডেইরি সায়েন্স, ফ্যাকাল্টি অফ এনিমেল সাইন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী এবং জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন, ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)।

বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার পর অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। এসময় বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় উপস্থিত বক্তাগণ উল্লেখ করেন, দুধ একটি পুষ্টিকর খাবার। বাচ্চা হতে বৃদ্ধ সকলের দুধ পান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আরো সচেতনতা ও প্রচারণা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এছাড়াও, বক্তারা পরামর্শ প্রদান করেন যে, যাদের ক্ষেত্রে দুধ খেলে পেটে সমস্যা হয় তারা দই, লাবানসহ অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য খেতে পারেন। এছাড়াও, এসময় বক্তারা আরও বলেন, বিএলআরআই এ ডেইরির উপর গবেষণার জন্য ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও দুগ্ধপণ্য তৈরির কলাকৌশল উদ্ভাবিত হবে। দুগ্ধ দিবসসহ দুগ্ধ নিয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দুধের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষ আরও সচেতন হবে এবং দুগ্ধপণ্য খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বিএলআরআই কর্তৃক এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করাকে সকলে সাধুবাদ জানান।

এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর বলেন, দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুষম একটি খাদ্য। আর তাই বাচ্চা হতে সকল বয়সের মানুষের দৈনিক দুধ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ। এই অভ্যাস যেনো সকলের মধ্যে গড়ে তোলা সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করতে বিএলআরআইকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। এসময় তিনি দুধে ভেজাল মেশানের কুফল সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, মানুষের ৭০%-৮০% রোগের কারণই হলো তার জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস। এক্ষেত্রে দুধে যেহেতু প্রায় সকল খাদ্য উপাদান বিদ্যমান, তাই দুধ খাদ্য তালিকায় যুক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বাচ্চাদের দুধ খেতে আগ্রহী করে তোলায় বাবা-মাকেই বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে। ধূমপানের কুফল ও দুধ পানের সুফল সকলকে জানাতে হবে। তবেই মেধাসম্মত জাতি গঠন করা সম্ভব হবে।

“মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশন” শীর্ষক কর্মশালা

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ এর আওতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের “মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশন” শীর্ষক দুইটি কর্মশালা গত ১৭/০৫/২০২৫ এবং ১৮/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

উভয় কর্মশালাই ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা দুটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) হতে আগত বিশষজ্ঞগণ এ সময় MyGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও MyGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া, MyGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নাগরিক সেবা চিহ্নিতকরণ, MyGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিবন্ধন, সেবা গ্রহীতার প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্টস আপলোড ও আবেদন দাখিল, MyGov প্ল্যাটফর্মে আবেদন গ্রহণ, আবেদন ব্যবস্থাপনা ও নথি সিস্টেমে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ এবং সেবামূল্য গ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রদান, MyGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবার ডিজিটাইজেশন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন অফিসার ড. ছাদেক আহমেদ।

বিএলআরআইতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় "শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি" বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ গত ১২/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিভাগের মোট ৪০ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ড. মোছাঃ মাহফুজা খাতুন।

আয়োজিত প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার জন্য নির্ধারিত সূচকসমূহ, শুদ্ধাচার কৌশল অনুশীলন ও এর প্রয়োগ, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ, খামারে গবেষণা পরিচালনাকালীন সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মচারীগণের শুদ্ধাচার অনুশীলন প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়।

“বিএলআরআই উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক” প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও পালন কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে “বিএলআরআই উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ” শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ গত ১৮/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ২০/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বিএলআরআইতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।

প্রশিক্ষণে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্ভাবনা; মাঠ পর্যায়ে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানে করণীয়; বাংলাদেশে বিফ ব্রিড তৈরির সম্ভাবনা ও বিএলআরআই-এর গবেষণা অর্জন, সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের (BMP) মাধ্যমে নেপিয়ার জাতের ঘাস চাষাবাদ কৌশল; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত খরাসহিষ্ণু এবং লবণসহিষ্ণু ঘাসের জাত পরিচিতি এবং চাষাবাদ পদ্ধতি; বিএলআরআই উদ্ভাবিত নানাবিধ দুগ্ধপণ্য প্রস্তুতের লাভজনক উপায় এবং প্রোবায়োটিক দই তৈরিতে বিএলআরআই স্টার্টার কালচার এর ব্যবহার পদ্ধতি; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_9N_2) ভ্যাকসিন; দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলা ল্যাম্ব উৎপাদন কৌশল; পিপিআর ও এফএমডি রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল; বাণিজ্যিকভাবে ছাগল ও ভেড়া পালনে ‘সাশ্রয়ী কমপ্লিট পিলেট ফিড’ এর প্রস্তুত প্রণালী এবং ব্যবহার; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস পরিচিতি এবং লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় এদের প্রয়োগ পদ্ধতি; বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও সাবধানতা; বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী বিষয়ে আলোচনা; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশি মুরগির জাত পরিচিতি এবং উন্নত জাতের দেশি মুরগি উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত মুরগির জাত পরিচিত এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লালন-পালন কৌশল; মহিষের ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন: গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ও প্রশমন এবং অভিযোজন কৌশল; লাভজনক উপায়ে বিভিন্ন ধরণের ভ্যালু এডেড পোল্ট্রি প্রোডাক্টস প্রস্তুতের বিজ্ঞান সম্মত কলাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

“এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন এন্ড ডাটা এনালাইসিস” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

তরুণ বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং হাতে কলমে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গত ২১/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ২৪/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী “এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন এন্ড ডাটা এনালিসিস” শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ বিএলআরআইতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ। এছাড়াও রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো. আবদুল্লাহ আল মামুন।

এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন পরিচিতি ও ব্যবহারের গুরুত্ব; এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন প্রস্তুতের প্রণালী ও নমুনা সংগ্রহের পূর্ব শর্ত; ডাটা ব্যবস্থাপনা ও এমএস এক্সেলের মাধ্যমে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ; R এবং RStudio সফটওয়্যার পরিচিতি, ব্যবহার পদ্ধতি ও নির্দেশনা প্রদান; প্রাণিসম্পদ গবেষণার ক্ষেত্রে বেসিক এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন (সিআরডি, আরসিবিডি, ফ্যাকটোরিয়াল এবং স্প্লিট প্লট); বিভিন্ন ধরণের ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও ডাটা উপস্থাপন পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিএলআরআইতে "প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ১৮ জুন, ২০২৫ হতে ১৯ জুন, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দুই দিনব্যাপী "প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রশিক্ষণ ডরমিটরিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।

আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা; ফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত; ডিপিপি, আরডিপিপি এবং টিএপিপি প্রস্তুত ও বাৎসরিক আর্থিক ও অবকাঠামো পরিকল্পনা তৈরি; প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন গ্রহণ; প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত; প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়নের (ফিজিবিলিটি স্টাডি) গুরুত্ব; সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান; ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম